দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়

পুনর্মিলন

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল গোপীগণের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের সান্ত্বনা প্রদান করার পর গোপীগণ তাঁর কাছে গভীর আনন্দোচ্ছাস প্রকাশ করলেন।

মদনমোহন কৃষ্ণকে দর্শন করবার জন্য গোপীগণ বিভিন্নভাবে তাঁদের পরম আগ্রহ প্রকাশ করলে, পীতবসন ও সুন্দর মাল্য পরিধান করে কৃষ্ণ তাঁদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁকে দর্শন করে গোপীগণ আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠে কোন কোন গোপী তাঁর হাত দুটি আঁকড়ে ধরলেন, কেউ কেউ তাঁর বাহুকে তাঁদের কাঁধে স্থাপন করলেন আর অন্যেরা তাঁর চর্বিত তাম্বূলের অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করলেন। তাঁরা এইভাবে তাঁর সেবা করেছিলেন।

একজন গোপী কৃষ্ণের প্রতি প্রেম-রাগবশত নিজ ওষ্ঠ দংশন করে কৃষ্ণকে কটাক্ষ দৃষ্টিতে দর্শন করতে লাগলেন। গোপীগণ কৃষ্ণের প্রতি এতই আসক্ত ছিলেন যে, তাঁকে অবিরত দর্শন করেও তাঁদের তৃপ্তিলাভ হয়নি। তাঁদের মধ্যে কোন একজন গোপী তখন কৃষ্ণকে হৃদয় মধ্যে স্থাপিত করে যোগীর ন্যায় চক্ষু মুদিত করে তাঁকে আলিঙ্গন করতে করতে চিন্ময় আনন্দে নিমগ্ন হলেন। এইভাবে গোপীগণ তাঁদের কৃষ্ণ-বিরহজনিত সন্তাপ প্রশমিত করেছিলেন।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপশক্তি গোপীগণ সহযোগে যমুনা তীরে গমন করলেন। গোপীগণ তখন তাঁদের উত্তরীয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আসন প্রস্তুত করলে তিনি সেই আসনে উপবেশন করলেন। সেখানে বসে গোপীরা তাঁর সঙ্গে নানা প্রণয়োদ্দীপক ইঙ্গিতাদি উপভোগ করলেন। কৃষ্ণের অন্তর্ধানের জন্য গোপীরা তখনও দুঃখ অনুভব করলে কৃষ্ণ বর্ণনা করলেন—কেন তিনি এরকম করেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁদের আরও বললেন যে, তিনি তাঁদের প্রেমময়ীভক্তিতে বশীভূত হয়েছেন আর তাই তাঁদের কাছে চিরঋণী থাকবেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা ।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে, পূর্বে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **প্রগায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **প্রলপন্ত্যঃ**—প্রলাপ করতে করতে; **চ**—এবং; **চিত্রধা**—নানাপ্রকার বিচিত্রভাবে; **রুরুদুঃ**—তাঁরা রোদন করলেন; **সু-স্বরম্**—উচ্চৈঃস্বরে; **রাজন্**—হে রাজা; **কৃষ্ণ-দর্শন**—কৃষ্ণকে দর্শন করবার; **লালসাঃ**—স্পৃহা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, এইভাবে নানা মধুর উপায়ে তাঁদের হৃদয় হতে উৎসারিত গান ও প্রলাপ করতে করতে গোপীরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন শুরু করলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন।

শ্লোক ২

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২ ॥

তাসাম্—তাঁদের সম্মুখে; **আবিরভূৎ**—আবির্ভূত; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **স্ময়মান**—সহাস্য; **মুখ**—মুখ; **অম্বুজঃ**—পদ্মসদৃশ; **পীত**—হলুদ; **অম্বর**—বস্ত্র; **ধরঃ**—পরিহিত; **স্রক্-বী**—ফুলের মালা পরিধান করে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **মন্মথ**—কামদেবের (যিনি মনকে মোহিত করেন); **মন্**—মনের; **মথঃ**—মোহিতকারী।

অনুবাদ

অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ সহাস্যবদনে গোপীদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। মালা ও পীতবসন পরিহিত, সাধারণ মানবের মন-হরণকারী স্বয়ং কামদেবেরও মনোমোহন রূপে তিনি আবির্ভূত হলেন।

শ্লোক ৩

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্ ॥ ৩ ॥

তম্—তাঁর; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **আগতম্**—প্রত্যাবর্তন; **প্রেষ্ঠম্**—তাঁদের প্রিয়তম; **প্রীতি**—প্রীতিবশত; **উৎফুল্ল**—উৎফুল্ল; **দৃশঃ**—তাঁদের নেত্রদ্বয়; **অবলাঃ**—গোপীগণ; **উত্তস্থুঃ**—তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়লেন; **যুগপৎ**—তৎক্ষণাৎ; **সর্বাঃ**—তাঁদের সকলে; **তন্বঃ**—দেহের; **প্রাণম্**—প্রাণবায়ু; **ইব**—যেন; **আগতম্**—ফিরে এল।

অনুবাদ

গোপীগণ যখন দেখলেন যে, তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণ তাঁদের কাছে ফিরে এসেছেন, তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন আর তাঁর প্রতি প্রীতিবশত তাঁদের নেত্রদ্বয় উৎফুল্লিত হয়ে উঠল। যেন তাঁদের জীবনে প্রাণবায়ু ফিরে এল।

শ্লোক ৪

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা ।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনভূষিতম্ ॥ ৪ ॥

কাচিৎ—তাঁদের একজন; **কর-অম্বুজম্**—করপদ্ম; **শৌরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **জগৃহে**—ধারণ করলেন; **অঞ্জলিনা**—তাঁর জোড় হাতে; **মুদা**—আনন্দে; **কাচিৎ**—অন্য আর একজন; **দধার**—স্থাপিত করলেন; **তৎ-বাহুম্**—তাঁর বাহু; **অংসে**—তাঁর স্কন্ধদেশে; **চন্দন**—চন্দন; **ভূষিতম্**—অলঙ্কৃত।

অনুবাদ

একজন গোপী আনন্দে কৃষ্ণের হাত তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ হাতে গ্রহণ করলেন এবং আরেকজন কৃষ্ণের চন্দনচর্চিত বাহু তাঁর স্কন্ধে ধারণ করলেন।

শ্লোক ৫

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্ণাৎ তন্বী তাম্বূলচর্বিতম্ ।
একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োরধাৎ ॥ ৫ ॥

কাচিৎ—একজন; **অঞ্জলিনা**—জোড় হাতে; **অগৃহ্ণাৎ**—গ্রহণ করলেন; **তন্বী**—তন্বী; **তাম্বূল**—পানসুপারী; **চর্বিতম্**—চর্বিত অবশিষ্ট; **একা**—আরেকজন; **তৎ**—তাঁর; **অঙ্ঘ্রি**—পদ; **কমলম্**—পদ্ম; **সন্তপ্তা**—দগ্ধা; **স্তনয়োঃ**—তাঁর স্তনযুগলে; **অধাৎ**—স্থাপন করলেন।

অনুবাদ

এক তন্বী গোপী অঞ্জলিবদ্ধ হাতে শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে কৃষ্ণচর্বিত তাম্বূল গ্রহণ করলেন আর অন্য একজন বিরহ সন্তপ্ত গোপী তাঁর পাদপদ্মদ্বয় তাঁর স্তনযুগলে স্থাপন করলেন।

শ্লোক ৬

একা ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা ।
ঘ্নন্তীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদা ॥ ৬ ॥

একা—আর একজন গোপী; **ভ্রুকুটিম্**—ভ্রুকুটি; **আবধ্য**—করে; **প্রেম**—তাঁর শুদ্ধ প্রেমের; **সংরম্ভ**—ক্রোধ দ্বারা; **বিহ্বলা**—বিহ্বলা হয়ে; **ঘ্নন্তী**—তাড়না করতে করতে; **ইব**—যেন; **ঐক্ষৎ**—দর্শন করতে লাগলেন; **কট**—তাঁর বাঁকা দৃষ্টি; **আক্ষেপৈঃ**—বিক্ষেপ; **সন্দষ্ট**—দংশনপূর্বক; **দশন**—তাঁর দাঁতের; **চ্ছদা**—আচ্ছাদন (তাঁর ওষ্ঠ)।

অনুবাদ

প্রেমময় ক্রোধে বিহ্বল একজন গোপী ওষ্ঠ দংশন করে ভ্রুকুটিযুক্ত কটাক্ষপাত দ্বারা কৃষ্ণকে যেন তাড়িত করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭

অপরানিমিষদ্দৃগ্ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্ ।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥ ৭ ॥

অপরা—অপর একজন গোপী; **অনিমিষৎ**—অপলক; **দৃগ্ভ্যাম্**—নয়নে; **জুষাণা**—আস্বাদন করছিলেন; **তৎ**—তাঁর; **মুখ-অম্বুজম্**—বদন-কমল; **আপীতম্**—সম্যকরূপে পান করে; **অপি**—ও; **ন অতৃপ্যৎ**—তৃপ্তিলাভ করতে পারেন নি; **সন্তঃ**—সাধুগণ; **তৎ-চরণম্**—তাঁর পদদ্বয়; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ঠিক যেমন যোগীগণ তাঁর চরণে মনোনিবেশ করেও কখনও তৃপ্ত হন না, তেমনই অন্য একজন গোপী কৃষ্ণের বদন-কমল অপলক নয়নে অবলোকন করে তাঁর মাধুর্য গভীরভাবে আস্বাদন করেও যেন তৃপ্ত হতে পারলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, সাধু ব্যক্তিগণের ভগবানের চরণে মনোনিবেশ করার যে সাদৃশ্যটি এখানে প্রদত্ত হয়েছে, তা আংশিকভাবে প্রযোজ্য, কারণ কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের পর গোপীগণ যে ভাবোচ্ছ্বাস অনুভব করেছিলেন, তা তুলনাহীন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও প্রকাশ করেছেন যে, এই বিশেষ গোপীটি সকল গোপীগণের মধ্যে পরম সৌভাগ্যবতী শ্রীমতী রাধারাণী।

শ্লোক ৮

তং কাচ্চিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্বা নিমীল্য চ ।
পুলকাঙ্ম্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসম্প্লুতা ॥ ৮ ॥

তম্—তাঁর; **কাচিৎ**—তাঁদের একজন; **নেত্র**—তাঁর নেত্রদ্বয়ের; **রন্ধ্রেণ**—রন্ধ্রের দ্বারা; **হৃদি**—তাঁর হৃদয়ে; **কৃত্বা**—স্থাপন করে; **নিমীল্য**—মুদিত; **চ**—এবং; **পুলক-অঙ্গী**—

পুলকিত শরীরে; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গনপূর্বক; **আস্তে**—থাকলেন; **যোগী**—যোগী; **ইব**—মতো; **আনন্দ**—আনন্দে; **সমপ্লুতা**—নিমগ্ন।

অনুবাদ

একজন গোপী স্বীয় নেত্র-রন্ধ্রের মাধ্যমে ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে স্থাপন করলেন। তারপর চক্ষু মুদিত করে পুলকিত শরীরে তাঁকে অনবরত আলিঙ্গনে তিনি ভগবানের ধ্যানরত এক যোগীর মতো হয়ে উঠলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, এই অধ্যায়ে এতক্ষণ যে সাত জন গোপীর উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রধান আটজন গোপীদের সাতজন, মর্যাদাগুণে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমীপবর্তী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। আচার্য *শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী* থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে এই সাতজন গোপীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে—যেমন, চন্দ্রাবলী, শ্যামলা, শৈব্যা, পদ্মা, শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখা। বুঝে নিতে হবে যে, অষ্টম গোপী হচ্ছেন ভদ্রা। *শ্রীবৈষ্ণব-তোষণীতে* স্বয়ং *স্কন্দ পুরাণ* থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, এই আটজন গোপী তিনশত কোটি গোপীর মধ্যে প্রধান গোপী। গোপীদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত তথ্য শ্রীল রূপ গোস্বামীর *উজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

পদ্মপুরাণে নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীরাধা প্রধান গোপী—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডংপ্রিয়ং তথা ।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

"ঠিক যেমন শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণের পরম প্রিয়, তাঁর স্নানের কুণ্ডটিও তেমনই প্রিয়। সমস্ত গোপীগণের মধ্যে তিনি ভগবানের পরম প্রিয় পাত্রী।" *'বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্র'* গ্রন্থেও কৃষ্ণের প্রধান সখীরূপে শ্রীমতী রাধারাণীর নাম করা হয়েছে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥

"পরদেবতা শ্রীমতী রাধারাণী সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণময়ী', 'সর্বলক্ষ্মীময়ী', 'সর্বকান্তি', 'কৃষ্ণ-সম্মোহিনী' ও 'পরাশক্তি' বলে কথিত হয়েছেন।" (এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'* আদি লীলা ৪/৮৩ থেকে নেওয়া হয়েছে।)

শ্রীরাধা বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্যাদি *ঋক্-পরিশিষ্টে* প্রদান করা হয়েছে (ঋক্‌বেদের পরিশিষ্ট)—*রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষু।* "সকল

ব্যক্তিগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধার সঙ্গেই ভগবান মাধব বিশেষরূপে মহিমামণ্ডিত, যেমন শ্রীরাধা তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে মহিমামণ্ডিত।"

শ্লোক ৯

সর্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥ ৯ ॥

সর্বাঃ—সমস্ত; **তাঃ**—সেই সকল গোপী; **কেশব**—ভগবান কৃষ্ণের; **আলোক**—দর্শন করে; **পরম**—পরম; **উৎসব**—উৎসবের; **নির্বৃতাঃ**—আনন্দে মত্ত হয়ে; **জহুঃ**—তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন; **বিরহজম্**—বিরহজনিত; **তাপম্**—ক্লেশ; **প্রাজ্ঞম্**—পরম ভাগবত; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **যথা**—যেমন; **জনাঃ**—সংসারতপ্ত ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

তাঁদের প্রিয় কৃষ্ণকে পুনরায় দর্শন করে সকল গোপীগণ পরমানন্দে মত্ত হয়ে উঠলেন। সংসারতপ্ত ব্যক্তিগণ কোনও পরম ভাগবতকে প্রাপ্ত হলে যেমন তাঁদের দুর্দশা বিস্মৃত হয়, ঠিক তেমনই তাঁরা বিরহ-যন্ত্রণা পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ১০

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥ ১০ ॥

তাভিঃ—এই সকল গোপীগণ দ্বারা; **বিধূত**—বিগত; **শোকাভিঃ**—শোক; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **ব্যারোচত**—দীপ্যমান; **অধিকম্**—অধিক; **তাত**—প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **পুরুষঃ**—পরমাত্মা; **শক্তিভিঃ**—তাঁর চিন্ময় শক্তিসমূহের সঙ্গে; **যথা**—যথা।

অনুবাদ

সর্বসন্তাপমুক্ত গোপীগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত দীপ্তিমানরূপে বিরাজ করছিলেন। হে রাজন, ঐশ্বর্যাদিময়ী স্বরূপশক্তি দ্বারা পরিবৃত হয়ে পরমাত্মা যেভাবে শোভা পান, শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে দীপ্যমান হয়ে ছিলেন।

তাৎপর্য

গোপীগণ ভগবান কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি, তাই তাঁরা যখন যন্ত্রণা মুক্ত হয়ে পুনরায় সুখী হলেন, তখন ভগবান পূর্বের চেয়েও আরও বেশি উজ্জ্বলরূপে বিরাজ করছিলেন আর তাঁর চিন্ময় আনন্দও বর্ধিত হয়েছিল। শুদ্ধ চিন্ময় প্রেমের সঙ্গে

কৃষ্ণ গোপীদের ভালবাসেন এবং তাঁরাও সেই একই শুদ্ধতার সঙ্গে তাঁকে ভালবাসেন। চিন্ময় স্তরে পরিচালিত সমগ্র ঘটনাটি সংসারে আবদ্ধজনের ধারণারও অতীত।

শ্লোক ১১-১২

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ ।
বিকসৎকুন্দমন্দার সুরভ্যনিলষট্পদম্ ॥ ১১ ॥
শরচ্চন্দ্রাংশু সন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম্ ।
কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্ ॥ ১২ ॥

তাঃ—সেই সকল গোপীগণ; **সমাদায়**—নিয়ে; **কালিন্দ্যাঃ**—যমুনার; **নির্বিশ্য**—প্রবেশ করে; **পুলিনম্**—তীর; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান; **বিকসৎ**—বিকশিত; **কুন্দ-মন্দার**—কুন্দ ও মন্দার ফুলের; **সুরভি**—সৌরভ; **অনিল**—বায়ু; **ষট্-পদম্**—ভ্রমর; **শরৎ**—শরৎকালীন; **চন্দ্র**—চাঁদের; **অংশু**—কিরণ; **সন্দোহ**—প্রাচুর্যের দ্বারা; **ধ্বস্ত**—দূরীভূত; **দোষা**—রাত্রির; **তমঃ**—অন্ধকার; **শিবম্**—পবিত্র; **কৃষ্ণায়াঃ**—যমুনা নদীর; **হস্ত**—হস্তরূপ; **তরল**—তরঙ্গের দ্বারা; **আচিত**—ব্যাপ্ত; **কোমল**—কোমল; **বালুকম্**—বালুকা।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান অতঃপর গোপীদের তাঁর সঙ্গে কালিন্দীর হস্তরূপ তরঙ্গ দ্বারা ব্যাপ্ত, কোমল বালুকাময় তটে নিয়ে গেলেন। সেই পবিত্র স্থানের প্রস্ফুটিত কন্দ ও মন্দার ফুলের সৌরভ বাহিত বাতাস ভ্রমরদের আকর্ষিত করেছিল আর শরৎকালীন চন্দ্রের কিরণ-প্রাচুর্য রাত্রির অন্ধকার দূর করেছিল।

শ্লোক ১৩

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো
মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈর্
অচীক্লপন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥ ১৩ ॥

তৎ—তাঁর, কৃষ্ণের; **দর্শন**—দর্শনজনিত; **আহ্লাদ**—আনন্দে; **বিধূত**—দূরীভূত হয়েছিল; **হৃদ্**—তাঁদের হৃদয়ের; **রুজঃ**—ব্যথা; **মনঃরথ**—তাঁদের কামনার; **অন্তম্**—পূর্ণতায়; **শ্রুতয়ঃ**—শ্রুতিসকল; **যথা**—যেমন; **যযুঃ**—অর্জিত; **স্বৈঃ**—তাঁদের নিজ

নিজ; **উত্তরীয়ৈঃ**—উত্তরীয়; **কুচ**—তাঁদের স্তনদ্বয়ের; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুম; **অঙ্কিতৈঃ**—চিহ্নিত; **অচীকল্পন্**—রচনা করলেন; **আসনম্**—আসন; **আত্ম**—তাঁদের আত্মার; **বন্ধবে**—প্রিয় বন্ধুর জন্য।

অনুবাদ

কৃষ্ণ দর্শনে মূর্তিমান বেদগণ যেমন পূর্ণ মনস্কাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তেমনি কৃষ্ণ-দর্শনের আনন্দে গোপীগণের হৃদয়ের ব্যথাও দূরীভূত হল। তাঁদের স্তনের কুঙ্কুম-রঞ্জিত উত্তরীয় দ্বারা, তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের জন্য তাঁরা আসন রচনা করলেন।

তাৎপর্য

এই স্কন্ধের সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের (শ্লোক ২৩) শ্রুতিসকল বা মূর্তিমান বেদগণ নিম্নোক্ত প্রার্থনা করছেন—

স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ।

"এই সকল রমণীগণ তাঁদের মনে সর্পরাজদেহসদৃশ শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড যুগলের ধ্যানে পূর্ণরূপে মগ্ন। আমরা গোপীগণের মতো হয়ে তাঁর চরণ-কমল-দ্বয়ের সেবা করতে চাই।" ব্রহ্মার পূর্বকল্পে তাঁর আবির্ভাবের সময় শ্রুতিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করে গভীরভাবে তাঁর সঙ্গলাভের কামনায় পূর্ণ হয়েছিলেন। অতঃপর এই কল্পে তাঁরা গোপী হলেন। আর যেহেতু মনুষ্য সমাজে বেদসমূহ নিত্য বিরাজিত, তাই শ্রুতিগণ এই কল্পেও কৃষ্ণের জন্য পূর্ণ আকাঙ্ক্ষিত এবং পরবর্তী কল্পেও তাঁরা গোপী হবেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই তথ্য প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১৪

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো
যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ ।
চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চিত
স্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ ॥ ১৪ ॥

তত্র—সেখানে; **উপবিষ্টঃ**—উপবিষ্ট; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সঃ**—তিনি; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগেশ্বর; **অন্তঃ**—মধ্যে; **হৃদি**—হৃদয়; **কল্পিত**—কল্পনা করেন; **আসনঃ**—তাঁর আসন; **চকাস**—তিনি জ্যোতিষ্মান্ রূপে প্রকাশিত; **গোপীপরিষদ**—গোপীগণের সভামধ্যে; **গতঃ**—উপস্থিত; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **ত্রৈ-লোক্য**—ত্রি-লোকের; **লক্ষ্মী**—লক্ষ্মীর; **এক**—একমাত্র; **পদম্**—আধার; **বপুঃ**—তাঁর চিন্ময় শরীর; **দধৎ**—দর্শিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর জন্য যোগেশ্বরগণও তাঁদের হৃদয় মধ্যে আসন কল্পনা করেন, তিনি গোপীগণের সভামধ্যে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। গোপীগণ তাঁর অর্চনা করলে, ত্রি-লোকে লক্ষ্মীর একমাত্র আবাসস্থল রূপ তাঁর চিন্ময় শরীর দীপ্যমান শোভায় প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যোগেশ্বর বলতে এখানে শিব, অনন্তশেষ ও অন্যান্য উন্নত পুরুষদের বোঝান হয়েছে যাঁরা সকলেই তাঁদের হৃদয়ের কমলাসনে ভগবানকে ধারণ করেন। সেই ভগবান, গোপীগণের নিঃস্বার্থ, গভীর প্রেমের দ্বারা পরাভূত হয়ে যমুনা নদীর তীরে তাঁদের সুগন্ধী উত্তরীয়র উপর উপবেশন করার পর, তাঁদের বন্ধু হতে ও বৃন্দাবনে তাঁদের সঙ্গে নৃত্য করতে সম্মত হলেন।

শ্লোক ১৫

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং
সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা ।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রি হস্তয়োঃ
সংস্তুত্য ঈষৎ কুপিতা বভাষিরে ॥ ১৫ ॥

সভাজয়িত্বা—সম্মানিত করে; তম্—তাঁকে; অনঙ্গ—অনঙ্গ; দীপনম্—বর্ধক; স-হাস—হাস্য; লীলা—লীলা; ঈক্ষণ—দৃষ্টিপাত; বিভ্রম্—ক্রীড়া; ভ্রুবা—তাঁদের ভ্রু দ্বারা; সংস্পর্শনেন—স্পর্শ করে; অঙ্ক—তাঁদের কোলে; কৃত—স্থাপন করে; অঙ্ঘ্রি—তাঁর পদদ্বয়; হস্তয়ঃ—ও হস্তদ্বয়; সংস্তুত্য—স্তুতি নিবেদন করে; ঈষৎ—অল্প; কুপিতাঃ—ক্রুদ্ধ; বভাষিরে—তাঁরা বলেছিলেন।

অনুবাদ

গোপীগণ তাঁদের কোলে অনঙ্গবর্ধক কৃষ্ণের হস্ত ও পদদ্বয় স্থাপনা করে, কটাক্ষ, হাস্যলীলা ও ভ্রুবিলাসবিভ্রম মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করলেন। এমন কি যখন তাঁরা অর্চনা করছিলেন, কিঞ্চিৎ ক্রোধ অনুভবের মাধ্যমে, তাঁরা তাঁর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তভাবে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১৬

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ

ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্যয়ম্ ।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীগোপ্যঃ ঊচুঃ—গোপীগণ বললেন; **ভজতঃ**—যাঁরা ভজনা করে তাঁদের; **অনু**—অনুবর্তন করে; **ভজন্তি**—ভজনা করেন; **এক**—কোন; **এক**—কোন; **এতৎ**—এর; **বিপর্যয়ম্**—বিপরীত; **ন উভয়ান্**—কাউকেই না; **চ**—এবং; **ভজন্তি**—ভজনা করেন; **এক**—কোন; **এতৎ**—এই; **নঃ**—আমাদের; **ব্রূহি**—বল; **সাধু**—সঠিকভাবে; **ভোঃ**—হে প্রিয়।

অনুবাদ

গোপীগণ বললেন—কিছু মানুষ কেবল তাদেরই ভালবাসে, যারা তাদের ভালবাসে, যখন অন্যান্যরা সেই সব জনদেরও ভালবাসে যারা তাদের ভালবাসে না বা বিরোধীভাবাপন্ন। এরপরেও আরো কিছু মানুষ রয়েছে, যারা কারও প্রতিই ভালবাসা প্রদর্শন করে না। প্রিয় কৃষ্ণ, দয়া করে এই ব্যাপারটি আমাদের যথাযথভাবে বর্ণনা কর।

তাৎপর্য

স্পষ্টত এই বিনম্র প্রশ্নের মাধ্যমে গোপীগণ তাঁদের প্রেমের বিনিময়ে যথাযথভাবে সাড়া দিতে কৃষ্ণের ব্যর্থতাকে প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণ যখন অরণ্যের মাঝে তাঁদের ফেলে চলে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছিলেন আর তাই তাঁরা জানতে চাইছেন—এই প্রেমের ব্যাপারে তিনি তাঁদের কেন এই ক্লেশ ভোগ করালেন।

শ্লোক ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে ।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান্-উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **মিথঃ**—প্রত্যুপকার আশায়; **ভজন্তি**—পরস্পর ভজন করে; **যে**—যে; **সখ্যঃ**—সখীগণ; **স্ব-অর্থ**—নিজ স্বার্থের জন্য; **এক-অন্ত**—একমাত্র; **উদ্যমাঃ**—তাদের উদ্যম; **হি**—বস্তুত; **তে**—তারা; **ন**—না; **তত্র**—তাতে; **সৌহৃদম্**—সৌহার্দ্য; **ধর্মঃ**—প্রকৃত ধার্মিকতা; **স্ব-অর্থ**—তাদের নিজেদের লাভের; **অর্থম্**—জন্য; **তৎ**—সেই; **হি**—বস্তুত; **ন**—না; **অন্যথা**—অন্য কিছু।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—তথাকথিত সুহৃদগণ যারা নিজেদের লাভের আশায় পরস্পরকে ভালবাসা প্রদর্শন করে, তারা প্রকৃতপক্ষে স্বার্থপর। তাদের মধ্যে

সত্যিকারের সৌহার্দ্য নেই, ধর্মও নেই। প্রকৃতপক্ষে, তারা যদি নিজেদের লাভের প্রত্যাশা না করত, তবে তারা পারস্পরিক ভালবাসাও বিনিময় করত না।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে গোপীগণকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, শুদ্ধ প্রেমময় সখ্যতায়, বন্ধুর জন্য কেবলই ভালবাসা ব্যতীত কোন স্বার্থপর প্রত্যাশা থাকে না।

শ্লোক ১৮

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা ।
ধর্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদং চ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৮ ॥

ভজন্তি—তাঁরা একনিষ্ঠভাবে সেবা করে; **অভজতঃ**—যারা তাদের সঙ্গে পারস্পরিক আদান প্রদান করে না; **যে**—যারা; **বৈ**—বস্তুত; **করুণাঃ**—কারুণিক; **পিতরৌ**—পিতামাতা; **যথা**—যেমন; **ধর্মঃ**—ধর্মীয় কর্তব্য; **নিরপবাদঃ**—নির্ভুল; **অত্র**—এই; **সৌহৃদম্**—বন্ধুত্ব; **চ**—এবং; **সু-মধ্যমাঃ**—যার কটিদেশ সুন্দর।

অনুবাদ

হে সুমধ্যমাগণ, কিছু মানুষ রয়েছেন যারা প্রকৃত অর্থেই কারুণিক, যেমন পিতা মাতা স্বাভাবিকভাবেই স্নেহপ্রবণ। এই ধরনের মানুষেরা যারা প্রতিদানে ব্যর্থ মানুষদেরও একনিষ্ঠভাবে সেবা করে, তারাই ধর্মের প্রকৃত নির্ভুল পথ অনুসরণ করছে, আর তারাই সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী।

শ্লোক ১৯

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ ॥ ১৯ ॥

ভজতঃ—যারা মঙ্গলের জন্য কর্ম করছে; **অপি**—এমন কি; **ন**—না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **কেচিৎ**—কোন; **ভজন্তি**—প্রতিদান দেয় না; **অভজতঃ**—যারা বিরোধী ভাবাপন্ন; **কুতঃ**—আর কি কথা; **আত্মারামাঃ**—আত্ম-সন্তুষ্ট; **হি**—বস্তুত; **আপ্তকামাঃ**—যারা ইতিমধ্যেই তাদের জড় আকাঙ্ক্ষা অর্জন করেছে; **অকৃতজ্ঞাঃ**—যারা উপকারকের উপকার মনে রাখে না; **গুরু-দ্রুহঃ**—যারা গুরুজনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন।

অনুবাদ

এরপর সেই ধরনের মানুষেরাও রয়েছে যারা আত্মাসুখী, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী। এই ধরনের মানুষেরা তাদের ভালবাসা প্রদানকারীকেও ভালবাসে না, শত্রুভাবাপন্নদের কথা আর কী বলার আছে।

তাৎপর্য

কিছু মানুষ রয়েছে যারা পারমার্থিকভাবে আত্ম-সন্তুষ্ট হওয়ায় অন্যদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে না, কারণ তাঁরা জড়জাগতিক সম্পর্কের বন্ধন এড়িয়ে থাকতে চায়। অন্যান্য ব্যক্তিরা কেবল ঈর্ষা ও অহমিকা বশত ভাব বিনিময় করে না। এরপরেও আরও কিছু ভাব-বিনিময়ে ব্যর্থ মানুষ আছে, যারা জাগতিকভাবে সন্তুষ্ট হওয়ার ফলে আর কোন নতুন জড় সুযোগ সুবিধার প্রতি আগ্রহী নয়। ধৈর্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের এই সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২০

নাহং তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে ।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥ ২০ ॥

ন—করি না; **অহম্**—আমি; **তু**—অপরপক্ষে; **সখ্যঃ**—হে সখীগণ; **ভজতঃ**—পূজা করে; **অপি**—এমন কি; **জন্তূন্**—জীবের সঙ্গে; **ভজামি**—ভাব বিনিময়; **আমীষাম্**—তাদের; **অনুবৃত্তি**—প্রবৃত্তি (শুদ্ধ প্রেমের জন্য); **বৃত্তয়ে**—চালিত করার জন্য; **যথা**—ঠিক যেমন; **অধনঃ**—এক ধনহীন মানুষ; **লব্ধ**—প্রাপ্ত হয়ে; **ধনে**—ধন; **বিনষ্টে**—এবং তা বিনষ্ট হলে; **তৎ**—তার; **চিন্তয়া**—উদ্বিগ্ন চিন্তাতেই; **অন্যৎ**—অন্য কোন কিছু; **নিভৃতঃ**—ব্যাপৃত; **ন বেদ**—জানে না।

অনুবাদ

জীব যখন আমাকে ভালবাসে, এমন কি তারা যখন আমার পূজাও করে, আমি তৎক্ষণাৎ সাড়া দিই না, তার কারণ হে গোপীগণ, আমি তাদের প্রেমময় ভক্তিকে তীব্রতর করতে চাই। লব্ধ ধন নষ্ট হওয়া নির্ধন ব্যক্তি যেমন সেই ধনের চিন্তাতেই উদ্বিগ্ন থাকে, অন্য কোন কিছুরই চিন্তা করতে পারে না, তখন তারা তেমনি হয়ে ওঠে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম'*—"যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্থন করে, আমি তাদের সেভাবেই পুরস্কৃত করি।" তবুও কেউ যদি ভক্তি সহকারে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, ভক্তের প্রেম তীব্রতর করার জন্য ভগবান তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ সাড়া না দিতেও পারেন। কার্যত, ভগবান কিন্তু যথাযথভাবেই সাড়া দিচ্ছেন। কারণ একজন ঐকান্তিক ভক্ত

সকল সময়েই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন, "দয়া করে তোমাকে শুদ্ধভাবে ভালবাসার জন্য আমাকে সাহায্য কর।" সুতরাং ভগবানের তথাকথিত অবহেলা আসলে ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করা। দৃশ্যত নিজেকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা আরও তীব্র করে তোলেন আর তার ফলস্বরূপ বস্তুত আমরা যা চাই সেটি আমরা লাভ করি—পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রগাঢ় প্রেম। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের দৃশ্যত অবহেলা, প্রকৃতপক্ষে তাঁর সুচিন্তিত সাড়া দেওয়া আর আমাদের গভীর ও শুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা লাভ।

আচার্যবর্গের মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণ যখন এই শ্লোকটি বলতে শুরু করলেন, তখন গোপীরা তাঁদের মুখের হাসি চেপে একে অপরের দিকে আড়চোখে দেখছিলেন। এরপরও শ্রীকৃষ্ণ যখন বলে চললেন, গোপীগণ হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রেমময়ী সেবার পরম পূর্ণতার স্তরে আনয়ন করছেন।

শ্লোক ২১

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ ।
ময়াপরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ২১ ॥

এবম্—এইভাবে; **মৎ**—আমার; **অর্থ**—জন্য; **উজ্ঝিত**—বর্জন করে; **লোক**—লৌকিক আচার; **বেদ**—বৈদিক নির্দেশ; **স্বানাম্**—আত্মীয়স্বজনদের; **হি**—অবশ্যই; **বঃ**—তোমাদের; **ময়ি**—আমাকে; **অনুবৃত্তয়ে**—অনুরাগ বর্ধনের জন্য; **অবলাঃ**—হে নারীগণ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **পরোক্ষম্**—পরোক্ষভাবে; **ভজতা**—অনুগ্রহপূর্বক; **তিরোহিতম্**—দৃষ্টির অগোচর; **মা**—আমাকে; **অসূয়িতুম্**—অসন্তুষ্ট হওয়া; **মা অর্হথ**—তোমাদের উচিত নয়; **তৎ**—তাই; **প্রিয়ম্**—প্রিয়পাত্র; **প্রিয়াঃ**—হে প্রিয়াগণ।

অনুবাদ

হে গোপীগণ, আমার জন্য তোমরা লোকাচার, বৈদিক নির্দেশ এবং আত্মীয়স্বজনদের পরিত্যাগ করেছ; তা সত্ত্বেও আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগ বর্ধিত হবে বলে আমি তোমাদের দৃষ্টির আগোচর হয়েছিলাম। হে প্রিয়াগণ, আমি তোমাদের প্রিয় সাধনে প্রবৃত্ত, আমার প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট হয়ো না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের উপরোক্ত শব্দার্থ ও অনুবাদ শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (আদি লীলা ৪/১৭৬) থেকে গৃহীত হয়েছে।

এখানে ভগবান ইঙ্গিত করেছেন যে, যদিও ইতিমধ্যেই গোপীগণ ছিলেন তাঁর প্রতি তাঁদের প্রেমে পূর্ণ, তবুও অচিন্তনীয়ভাবে তাঁদের সেই পূর্ণতাকে বর্ধিত করবার জন্য এবং জগৎ শিক্ষার জন্য তিনি এইভাবে লীলা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।
যা মাঽভজন্ দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২২ ॥

ন—না; **পারয়ে**—করতে পারি; **অহম্**—আমি; **নিরবদ্য-সংযুজাম্**—যারা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কপট, তাদের; **স্ব-সাধু-কৃত্যম্**—উপযুক্ত প্রতিদান; **বিবুধ-আয়ুষা**—স্বর্গের দেবতাদের মতো আয়ুসম্পন্ন; **অপি**—যদিও; **বঃ**—তোমাদের; **যাঃ**—যারা; **মা**—আমাকে; **অভজন্**—ভজনা করেছ; **দুর্জয়-গেহ-শৃঙ্খলাঃ**—দুর্জয় গৃহরূপ শৃঙ্খল; **সংবৃশ্চ্য**—ছেদন করে; **তৎ**—যা; **বঃ**—তোমাদের; **প্রতিযাতু**—প্রতিশোধ করা; **সাধুনা**—কেবলমাত্র সৎকর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

হে গোপীগণ, আমার প্রতি তোমাদের নির্মল সেবার ঋণ আমি ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের মধ্যেও পরিশোধ করতে পারব না। আমার সঙ্গে তোমাদের যে সম্পর্ক তা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলুষ। তোমরা দুশ্ছেদ্য সংসার বন্ধন ছিন্ন করে আমার আরাধনা করেছ। তাই তোমাদের মহিমান্বিত কার্যই তোমাদের প্রতিদান হোক।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের অনুবাদ ও শব্দার্থ শ্রীল প্রভুপাদের *'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'* আদি লীলা (৪/১৮০) থেকে গৃহীত হয়েছে।

পরিশেষে, ভগবানের স্বল্পকালীন অনুপস্থিতির সময়ে তাঁদের আচরণের জন্য গোপীগণ নিত্য মহিমান্বিত হয়ে উঠলেন আর ভগবান ও তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতিও অপূর্বভাবে বর্ধিত হয়েছিল। কৃষ্ণ ও তাঁর প্রেমময়ী ভক্তবৃন্দের এমনই পূর্ণতা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'পুনর্মিলন' নামক দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।